গরু এবং গৃহকর্তা

বিরহের সুরে এতো শান্তি কেন অহর্নিশ-
ট্রাজেডি নাটক প্রিয়- বড় প্রিয়।
কেন কালোগোলাপের চেয়ে প্রেমিকার
হৃদয় মনে হয় অতিব দরিদ্র।
ঝড় কি খুব বড় মানবিক বিপর্যয়ের
সমান্তরাল- নাকি পিপাসাকাতর দেহ বুভুক্ষ
রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য চিহ্নমাত্র।
প্রত্যক কবিরই জানা দরকার ঘাম ও পারফিউমের
তুলনামূলক দরদাম।
এবং মাননীয় প্রেমিককূল আসুন
বালিকার রক্ত ভেজা যোনী চাষের চেয়ে
বরং আমনের মাঠে লাঙ্গল নামাই।
কিংবা লবনও উৎপাদন করতে পারি
বিগত দিনের চেয়ে।
যদিও বর্ষাকালের রৌদ্রগুলো এলেবেলে।
যিশুর পেরেক বামবুকে ঢুকিয়ে
দেখেছি রক্তের রং লাল।
শ্যামা মেয়ে- পরদেশী যুবক- মহারাজের
দুঃখ ছুঁয়ে দেখেছি যাতনার গন্ধ এক ও অভিন্ন।
সুখগুলোই কেবল আলাদা স্বভাবের।
গরুও সাথে গৃহকর্তার তফাৎ জেনেইনা
বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি।
সংবিধানে আস্থা আছে-
রাষ্ট্রপক্ষে সমর্থন।
কিন্তু প্রতিরাত্রে ঘুমোতে গেলেই বুঝি
আমি শুয়ে আছি গোয়ালঘরে-
গণভবনে গৃহকর্তা।

জেলখানার চিঠি- ১

একদিন উড়ে যায় সম্পর্কের পাখিগুলো
চন্দর গ্রহণ- সরস্বতীদেবী উৎযাপনের
দিন ফিরে আসে ভুলোমনা টায়রা কবুতর।
প্রিয় পাখি।
নগ্ন জলবৃষ্টিসুখের অত্যাচারে
একদিন প্লাবনগুলো বন্যা হয়ে যায়।

এই শবেবরাতে ঈশ্বরের সাথে কথা
বলে জেনেছি ভালবাসা মানুষের
যৌক্তিক অধিকার।
প্রিয়বরেষু তোমাকে ভালবাসি।
অজেনেষু মানুষ শুদ্ধ চাষী।
প্রিয় জল।
বুকের ভেতর একটা ছনছাউনি ঘর।
মনপুরা দ্বীপের হৃদয় রং উলুবন-
বাতাসী বিকেল- বিপ্লবের ভরসাও
ছিল তোমার আলিঙ্গান।
এখন পঙ্গু বড়।
তুমি কি সুখে ঘরকরো জলসাঘরে
কি দুঃখে আন্দোলনে আগুন জ্বলে।
প্রিয় রোদ।
বুকের ভেতর ছাউনিঘরে তোমার বাড়ি
তুমি আমার ভালবাসার যুদ্ধনারী।
সংগ্রামে নিজের সাথে ভাল থেকো।
ভালবাসি- মিছিলগুলোয় শ্লোগান দেখো।

জেলখানার চিঠি- ২

হয়তো বলেছিলাম নিয়মিত স্নান করাবো
কামনাত্তর মুছে দেবো জল।
বলেছিলাম টেনে দেবো কামিজের চেইন
অশ্রুবিন্দু তোমার চোখে টলমল।
তোমার জন্য রাত্রগুলো
স্বপ্ন দেবো ঘুমিয়ে গেলে
বলেছিলাম ঘুমিয়ে দেবো
প্রতিশ্রুতি এলেবেলে।
একটা জীবন তোমার পাশে
কাটিয়ে যাবো ভালবেসে
তোমার জন্য আলো হবো
বলেছিলাম ফিরে এসে।
হয়তো বলেছিলাম একটা হৃদয় তোমার জন্য
ফুল কবিতার জন্মভূমি
বলেছিলাম আমার ভেতর সুখের আবাদ
আমি মানে তোমার তুমি।
আমার জন্য তোমার জন্ম
আমার জন্য ভালবাসা
তোমার ছেলের জন্য গল্পগুলো

মেয়ের জন্য বাংলা ভাষা।
সম্ভবত বলিনি ভালবাসা কেমন করে যুদ্ধ হলো
বাংলাদেশের গল্পগুলো তুমিই বলো।
পঁচিশ বছর জেলের ভেতর স্বপ্ন আঁকি
লাল পতাকা স্বদেশভূমির স্বাধীন পাখি।

জেলখানার চিঠি- ৩

কেমন আছে তোমার রোদ-
সমুদ্র- আকাশী বিকাল- বৃষ্টিপাত
ঘোরলাগা সন্ধ্যা- কেমন আছে
তোমার নিজস্ব কাল।
জীবন যেখানে যেমন তুমি দেখোনি
ভাঙ্গন এখানে ভীষন
স্বপ্নের সোনালী জ্বালায় কি রঙ
হাসি অশ্রুবিন্দু তুমি শোননি।
তোমার হংসমিথুন- বেড়াল ছানা
কেমন আছে। পড়শির মুখছবি
শৈশবের ছায়াচুরি- কেমন আছে
তোমার জন্মদিন- ঈশ্বরের বাড়ি।
মাননীয় স্বজন- আমি ভাল আছি।
শ্রদ্ধাগুলো দুঃখসহিষ্ণু বুকে
ধারণ করেছি আস্ত এক দেহ।
এককালের ভালবাসার সবটুকু তোমাকে দিয়েছি।
তোমার মৃত্যু তুমি আমাকে দিও।
(গনতন্ত্রের যা অবস্থা- তাতে যদি কখনো জিজ্ঞেস নাও করি কেমন আছে তোমার বাতিঘর- কেমন আছো তুমি। সম্প্রতি চলে গেলে- যাবার দিনে খোঁজ নিও। ইচ্ছে করে চিঠি দিও।)

জবানবন্দি

বিদ্যুৎবিভ্রান্ত এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার
চন্দ্রও জোছনাপ্রসব করেনি নিয়মিত-
চারদিকে ট্রাজেডি- মানুষগুলোর শুষ্কমুখ।
মুলত অনুভূতিহীন হাসিকান্নাগুলোই
কেবল আমাদের সম্বল।
আমাদের বয়স সুষম ক্রান্তিকাল
যেখানে কাকপাখীগুলো ডাকে অবিরল।
ডাস্টবিন ভেবে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে শুয়োরের দল।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শুয়োর থামান।
বাংলার ঘরে ঘরে আর রান্না হয়না বিশেষ।
বাজারের ঘোড়দৌড়ে প্রেমিকাগুলোর

হৃদয়ও হয়েছে বর্ষাবিমুখ।

রাষ্ট্রপক্ষেও দাবীমতে এদেশ স্বর্গভূমি
হলে ঈশ্বর ভুলেযাননরকের নিয়মাবলী–
হায় বাংলাদেশ!
বাতাস বিমুখ বিকেলে ওড়ে কনকলতার তাঁতের শাড়ি।
ভালবাসা অধরা
পোড়ামাটির স্বপ্ন পাহাড়।
মূলত জেলখানাগুলো বন্ধের দাবীতে
আমি সতেরবার প্রেমে পড়েছি।
কাউকে বোঝেনি কেউ–
আদালতের ঔধত্যপনায় সহস্রবার মরেছি।

কবিঃ
অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ
ইমেইলঃ aungso1987@gmail.com

১৮ই অক্টঃ ২০১১

কবি'র আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন